চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। “আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে গতকাল রবিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে তিনি নারী অধিকার নিশ্চিত করা, নারীদের নিরাপত্তা, সমতা এবং সমাজের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার সুরক্ষা, সহিংসতা প্রতিরোধ এবং একটি নিরাপদ সমাজ গঠনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিতভাবে কাজ করা জরুরি। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা নিশ্চিত করা গেলে একটি সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

এ সময় তিনি নারী ও কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং যেকোনো ধরনের অন্যায় ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন ও সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী, জেলা শিক্ষা অফিসার, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মনি, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, মহিলা

বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

“আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার; সুরক্ষিত নারী ও কন্যার অধিকার” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে রবিবার বেলা ১১টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জেল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালসহ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম বলেন, নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি ছাড়া একটি রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অধিকার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে হোসনে জাহান বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তা বাস্তবেও কার্যকর করতে হবে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাই তাদের সুরক্ষা

নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব।

আলোচনা সভায় বক্তারা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রয়োগ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা আরও বলেন, দামুড়হুদা উপজেলাকে নারী ও কন্যাশিশুর জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম আশরাফুল ইসলাম এবং গীতা পাঠ করেন সুকুমার বিশ্বাস। শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বাঁধন সংগঠনের বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল

“একটির রক্ত, অন্যের জীবন; রক্তই হোক আত্মার বাঁধন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের আয়োজনে ইংরেজি বিভাগের হলরুমে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন কার্যনির্বাহী কমিটির দপ্তর সম্পাদক তামিম হোসেন।

বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আহ্বায়ক হাসিবুল হাসানের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সভাপতি রিয়াদ হাবিব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. সাইফুর রশিদ।

তিনি বলেন, “বাঁধন হলো স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি মানবিক সংগঠন এবং বাংলাদেশের একটি বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বাঁধন সংগঠনে যারা কাজ করে, তারা একেকজন মানবিক মানুষ। দেশের ক্রান্তিলগ্নসহ যেকোনো পরিস্থিতিতে এই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রক্তদান একটি মহৎ কাজ, যা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাঁধনের স্বেচ্ছাসেবকরা করে আসছেন। শিক্ষার্থীদের তিনি আরও বলেন, পড়ালেখার পাশাপাশি মানবিক কাজেও এগিয়ে আসতে হবে এবং মানবিক কাজের সাথে যুক্ত সংগঠনগুলোর সঙ্গে সর্বদা থাকতে হবে।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শিক্ষক উপদেষ্টা মোঃ সফিকুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক খন্দকার রোকনুজ্জামান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবু বক্কর সিদ্দিক, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, মাসুদ পারভেজ, হাফিজুর রহমান, মনিরুজ্জামান, সুলতান মাহমুদ, আজিম হোসেন ও মাহমুদুল হাসান।

উল্লেখ্য, বাঁধন হলো পুরো বাংলাদেশে ব্যাপী একটি শক্তিশালী স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন। বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট ২০১৭ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং বর্তমানে এটি পদ্মা জোনাল পরিষদের অন্তর্ভুক্ত।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেদুর রহমান, ইব্রাহিম হোসেন, আল মামুন, আজিজুর রহমান, হাফিজুর রহমান, আল মুতাকাব্বির সাকিব, মামুন আর রশিদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিকাইল হোসেন, বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের জোনাল প্রতিনিধি রাসেল আলী, সাধারণ সম্পাদক আবু হুরাইরা বাঁধন, সহ-সভাপতি ও বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আহ্বায়ক হাসিবুল হাসান, সামিউল ইসলাম, ইব্রাহিম, মালা, মনিরুল, আয়েশা, নাঈম, হাবিবউল্লাহ, চাঁদনী, আসিফ, ফরহাদ সহ চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ ও বাঁধনের কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকালে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা চত্ত্বরের সমিতির নিজ কার্যালয়ে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আলমডাঙ্গা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীন এটম। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালেহীন শাজাহান আলী, আশরাফুল আলম, হাফিজুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, সহকারী শিক্ষক জামিরুল ইসলাম খান, আসলাম হোসেন, আব্দুল আলিম, তবিবুর রহমান, মকবুল হোসেন, কাজল, মশিউর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ফিরোজ হোসেন প্রমুখ।

ইফতার ও দোয়ার অনুষ্ঠানে যুদ্ধবিধ্বস্ত অস্থির পৃথিবীর জন্য শান্তি কামনা করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রবাসী ভাইদের জীবন সুরক্ষার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া দেশের নবনির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে দেশের শান্তি ও কল্যাণ কামনাও করা হয়।

আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ায় রাস্তার ঢালাইয়ে অনিয়মের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ার রাস্তার ঢালাইয়ের কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসী বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ায় চলমান রাস্তার

ঢালাই কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, রাতের আঁধারে ঢালাইয়ের সময় সিমেন্ট কম ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিম্নমানের বালি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে ঢালাই করা রাস্তার কিছু অংশে ইটের খোয়া ভেসে উঠতে দেখা গেছে, যা কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের কারণে রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন।

জানা গেছে, পৌরসভার এডিপি প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাড়ে নয় লাখ টাকার এ রাস্তার কাজটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে কাজের মান নিয়ে শুরু থেকেই স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এমনও অভিযোগ উঠেছে, ঢালাই কাজে তুলনামূলকভাবে কম সিমেন্ট ব্যবহার করে পরে কিছু জায়গায় সিমেন্টের আবরণ দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম বলেন, “আমরা এলাকাবাসী মিলে একটি লিখিত অভিযোগ উপজেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো তদারকি দেখা যায়নি।”

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক সাইদুর রহমান বলেন, ঢালাই কাজের সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। পরে বিষয়টি জানতে পেরে সংশ্লিষ্ট মিস্ত্রিদের পর্যাপ্ত সিমেন্ট ব্যবহার করে ভালোভাবে ফিনিশিং করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার জানান, “বিষয়টি তদন্তের জন্য ইঞ্জিনিয়ার পাঠানো হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যদি কাজের মান খারাপ পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।”

দর্শনায় কৃষকদের মাঝে বিনা ধান-১৪ ও বিনা তিল-২ বীজ বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর সহায়তায় কৃষকদের মাঝে বিনা ধান-১৪ ও বিনা তিল-২ বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার বিকাল ৫টায় দর্শনার পরানপুরে অলিফ ট্রেডার্সের সামনে ৩০ জন কৃষকের মধ্যে এসব বীজ বিতরণ করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষক উন্নয়ন সংগঠনের দর্শনা শাখার সভাপতি আমির হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বীজ বিতরণ করেন বিনা বীজ গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষক এবং জীবননগর কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের এসএমইসহ একাধিক বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক রাজেদুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষক উন্নয়ন সংগঠনের দর্শনা শাখার সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অর্থ সম্পাদক তোজাম মালিথা, সহ-সভাপতি আলাউদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক রানা, কৃষক প্রতিনিধি মহিদুল ইসলাম, প্রচার ও যোগাযোগ সম্পাদক ইন্তাজ আলী এবং দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংবাদিক আওয়াল হোসেন।

লাইফ কেয়ার মেডিকেল সেন্টারের ২ লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার অবহেলিত দামুড়হুদায় মানহীন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ছড়াছড়ি রয়েছে। উপজেলার একাধিক ইউনিয়নে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করেই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহযোগিতায় কার্পাসডাঙ্গা সীমান্তবর্তী ইউনিয়নসহ একাধিক স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহিন আলম।

অভিযানকালে কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থিত লাইফ কেয়ার মেডিকেল সেন্টার নামক একটি বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ওই ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি, মানহীন সেবা, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ, অপারেশন থিয়েটারের অপব্যবস্থাপনাসহ একাধিক অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির অপারেশন থিয়েটার (ওটি) সিলগালা করে ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার বেলা ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভা এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনাকালে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সহযোগিতায় কার্পাসডাঙ্গাস্থ বেসরকারি হাসপাতাল লাইফ কেয়ার জেনারেল হাসপাতাল (লাইফ কেয়ার মেডিকেল সেন্টার) এ জনস্বার্থে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২,০০,০০০ (দুই লাখ) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ক্লিনিকটির অপারেশন থিয়েটার (ওটি) কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়ে তা সিলগালা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহিন আলম।

এ ছাড়া উপজেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি তেলের সরবরাহ মনিটরিং করা হয়। এ সময় খোলা বাজারে প্রকাশ্যে তেল বিক্রির অপরাধে একজনকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে সহযোগিতা করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, হেলথ ইন্সপেক্টর

(স্বাস্থ্য পরিদর্শক) মো. নিয়ামুল আলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের পেশকার মো. আনিসুর রহমান আনিসসহ দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, সরকারের নির্দেশনা ও আইন অমান্য করে রোগী ও তাদের স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে উপজেলার বেশিরভাগ বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠান অদক্ষ লোক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা করছে। বেশিরভাগ ক্লিনিক ভাড়া করা স্থানে নিয়ম না মেনে গড়ে তোলা হয়েছে। কাগজে-কলমে থাকলেও অনেক ক্লিনিকে নেই ডিউটি ডাক্তার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নারকোটিক পারমিট ও পরিবেশ ছাড়পত্র। প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কোনো অনুমতিও নেই বলে জানা গেছে।

উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করে সচেতন মহল ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. শাহিন আলমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তেল পাচার রোধে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির টহল ও তল্লাশি জোরদার

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অস্থিরতা ও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্ভাব্য পাচার রোধে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে জনবল বৃদ্ধি, টহল ও তল্লাশি কার্যক্রম জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সদর দপ্তর বিজিবির নির্দেশনা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় দর্শনা আইসিপিসহ জেলার বিভিন্ন সীমান্তে জ্বালানি তেল পাচার প্রতিরোধে অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন

করা হয়েছে। একই সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করে যানবাহন ও সন্দেহভাজন মালামালের ওপর তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে অতীতে যেসব রুট দিয়ে ডিজেল ও পেট্রোল পাচারের চেষ্টা হয়েছিল, সেসব পয়েন্টে বাড়তি বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে দর্শনা আইসিপি গেটে দেশীয় ও ভারতীয় পণ্য ভারতে প্রবেশের সময়ও অধিক সতর্কতার সঙ্গে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ টহল, গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সন্দেহভাজন যানবাহনে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত পথে জ্বালানি তেল পাচার না হতে পারে সে বিষয়ে বিজিবি সদস্যরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সন্দেহজনক যেকোনো চলাচলের ওপর কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি সম্পদ সুরক্ষায় সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হবে এবং পাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

চুয়াডাঙ্গায় ন্যাশনাল চিল্ড্রেন’স টাস্ক ফোর্স (এনসিটিএফ) জেলা শাখার উদ্যোগে অর্ধশতাধিক সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুর মাঝে ইফতার বিতরণ, ইসলামিক গান, কোরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত পুলিশ পার্ক কমিউনিটি সেন্টারে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিটিএফ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি এস.এ. সাদিক বিন রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ পার্ক ইনচার্জ সাব-ইনস্পেক্টর সোলাইমান হোসেন। এ সময় তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে নিজেদের আরও সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পারে। তিনি এই আয়োজনকে স্বাগত জানান এবং এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত শিশুদের অংশগ্রহণে ইসলামিক সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকরা প্রতিযোগীদের পরিবেশনা মূল্যায়ন করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও পার্কে শিশুদের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

এ আয়োজন বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম। শিশুদের উৎসাহিত করতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের মাঝে ইসলামিক বই উপহার দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০ (ত্রিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টায় অভিযান চালিয়ে বেলগাছি গ্রামের চাঁদ আলির ছেলে মো. জুয়েল রানাকে (৩০) তার বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ৩০ (ত্রিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি জুয়েল রানার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।